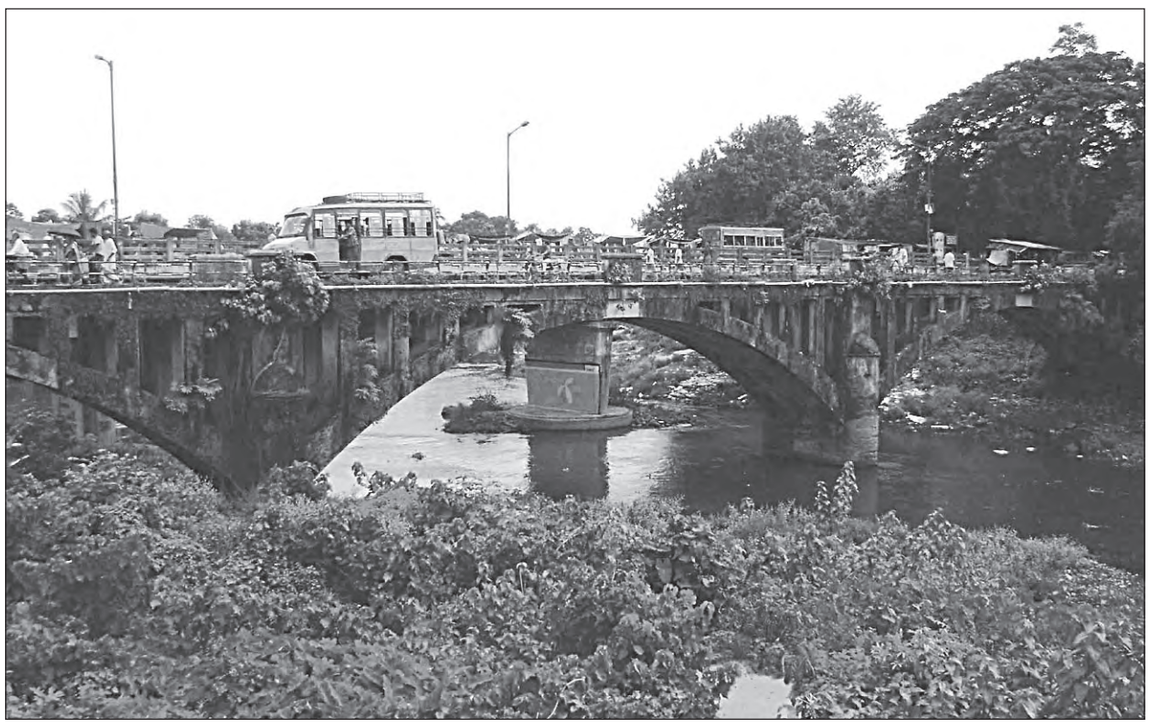

শীঘ্রই হেরিটেজের তকমা পেতে চলেছে জরদা সেতু। ছবি ঃ বাণীব্রত চক্রবর্তী

হেরিটেজ ঘোষণার অপেক্ষায় জরদা সেতু ও জল্পেশ

ময়নাগুড়ি, ৯ জুন ঃ হেরিটেজ ঘোষণার অপেক্ষায় ময়নাগুড়ির জরদা সেতু ও ঐতিহ্যবাহী জল্পেশ মন্দির। রাজ্য হেরিটেজ কমিশনের উত্তরবঙ্গ শাখার আহ্বায়ক ডঃ আনন্দগোপাল ঘোষ বলেন, জরদা সেতু ও জল্পেশ মন্দির সহ ময়নাগুড়িকেও হেরিটেজ জোন হিসেবে ঘোষণার জন্য সুপারিশ করা হবে। এর জন্য আগামী ১৬ জুন জল্পেশ মন্দিরে একটি সভা ডাকা হয়েছে। ওই সভার আগে সকালে ময়নাগুড়ির বিভিন্ন এলাকা ঘুরে দেখবেন কমিশনের সদস্যরা।

ডঃ ঘোষ আরও জানান, এই তালিকায় জেলার দ্বিতীয় কোনো সেতুর নাম নেই। রাজ্য হেরিটেজ কমিশনের উত্তরবঙ্গ শাখার আহ্বায়ক বলেন, হেরিটেজ তালিকায় স্থান পেলে সংস্কারের জন্য অর্থ দেওয়া হয়। জল্পেশে ১৬ জুনের সভায় থাকবেন রাজ্য কমিশনের সদস্য জলপাইগুড়ি জেলাপরিষদের সভাধিপতি দীপ্তি দত্ত, রাজ্য হেরিটেজ কমিশনের চেয়ারম্যান অরুণাভ বসুমজুমদার। থাকবেন ময়নাগুড়ির বিডিও সম্রাট চক্রবর্তী।

ময়নাগুড়ির বিডিও সম্রাট চক্রবর্তী বলেন, ১৬ জুন জল্পেশে কমিশনের পক্ষ থেকে একটি সভা ডাকা হয়েছে। ময়নাগুড়িকে হেরিটেজ জোন হিসেবে ঘোষণার সুপারিশ করা হবে বলে শুনেছি। ওইদিনের পর বিষয়টি পরিষ্কার হবে। জল্পেশ ট্রাস্টি বোর্ডের সম্পাদক গিরেন্দ্রনাথ দেব বলেন, জল্পেশ মন্দির বহু বছরের পুরোনো। বিশাল মন্দির, পুজো দেবার জন্য মাতৃগর্ভে পাকা সিঁড়ি বেয়ে প্রায় ষাট ফুট নীচে নেমে যেতে হয়। হেরিটেজ ঘোষণার সুপারিশের খবরে তারা সকলেই আনন্দিত। সারা বছরে প্রায় দশ-এগারো লক্ষ পুণ্যার্থীর সমাগম হয় জল্পেশে। সারা বছরে তিনটি মেলা হয়। বৈশাখি, শ্রাবণী ও শিব চতুর্দশীতে জল্পেশ মেলা বসে। আমাদের দীর্ঘদিনের দাবি ছিল, জল্পেশ মন্দিরকে হেরিটেজ ঘোষণার।

-সংবাদ নিউজ সার্ভিস

প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র

ডাক্তারের অভাবে বন্ধ পরিসেবা ক্ষোভ বাড়ছে রাঙ্গালিবাজনায়

রাঙ্গালিবাজনা, ৯ জুন ঃ ভারত-জার্মান প্রকল্পের কয়েক লক্ষ টাকা ব্যয়ে মাদারিহাট ব্লকের মধ্য রাঙ্গালিবাজনা প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের চত্বরে রোগী ভরতির জন্য তৈরি দশ শয্যাবিশিষ্ট কক্ষের পরিসেবা ৬ বছরেও চালু হয়নি। পরিকাঠামো থাকা সত্ত্বেও কেবলমাত্র চিকিৎসকের অভাবেই এতদিন ধরে ওই কাজের পরিসেবা চালু করা সম্ভব হয়নি বলে জলপাইগুড়ি জেলা স্বাস্থ্যদপ্তর সূত্রে জানা গেছে। এদিকে, অতি দ্রুত ওই কক্ষের পরিসেবা চালু না হলে স্বাস্থ্যকেন্দ্রের চত্বরেই অনশনের হুমকি দিয়েছে শিশুবাড়ি নাগরিক কমিটি।

কমিটি সূত্রে জানা গেছে, ২০০৫ সালে ভারত-জার্মান প্রকল্পের টাকায় ঘরটি তৈরি করে স্বাস্থ্যদপ্তর। দশজন রোগী ভরতি ছাড়াও মায়েদের প্রসব করানোর ব্যবস্থাও আছে ওই স্বাস্থ্যকেন্দ্রে। কিন্তু পরিকাঠামোগত কোনো সমস্যা না থাকা সত্ত্বেও চালু হয়নি পরিসেবা। সোমবার ওই প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের প্রসূতি বিভাগের পরিসেবা চালু করার দাবিতে স্বাস্থ্যকেন্দ্রের আধিকারিককে স্মারকলিপি দেয় স্থানীয় মানুষ। বাসিন্দা কৌশিক দত্ত, আবদুল হামিদ, তপন রায়, ছবির হোসেনরা জানান, সন্তান প্রসবের জন্য আজও মায়েদের ভরসা করতে হয় বীরপাড়া রাজ্য সাধারণ হাসপাতালের ওপর। অথচ সেখানে রোগীর ভিড় অনেক বেশি। স্থানীয় গরিব মানুষ বীরপাড়া হাসপাতালে রোগী নিয়ে যেতে আর্থিক সমস্যার মুখোমুখি হন।

শিশুবাড়ি নাগরিক কমিটির সম্পাদক রাজকুমার লাখোটিয়া জানান, ওই কক্ষের পরিসেবা চালুর দাবিতে বহুবার জেলা স্বাস্থ্য আধিকারিককে স্মারকলিপি দেওয়া হলেও কাজের কাজ কিছুই হয়নি। ২০০৯ সালের ১০ ডিসেম্বর ওই স্বাস্থ্যকেন্দ্রের চত্বরেই গণঅবস্থান করে নাগরিক কমিটি। কিন্তু উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের তরফে প্রতিশ্রুতি ছাড়া কিছুই মেলেনি।

দক্ষিণ খয়েরবাড়ি, পশ্চিম খয়েরবাড়ি, গোপালপুর চা বাগান, রাঙ্গালিবাজনা গ্রাম পঞ্চায়েতের বিভিন্ন এলাকা সহ ফালাকাটা ব্লকের উত্তর ও পূর্ব দেওগাঁওয়ের প্রায় ৩৫ হাজার গ্রামবাসী এই স্বাস্থ্যকেন্দ্রের ওপর নির্ভরশীল। ১০ শয্যাবিশিষ্ট কক্ষের পরিসেবা চালু হলে দীর্ঘদিনের সমস্যা মিটবে বলে একমত সব রাজনৈতিক দলের।

জলপাইগুড়ি জেলা স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ রাধারমন বণিক বলেন, ওই প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে এতদিন মাত্র একজন চিকিৎসক থাকায় ওই কক্ষটির পরিসেবা চালু হয়নি। সম্প্রতি আরও একজন চিকিৎসক যোগদান করায় খুব শীঘ্রই নতুন পরিসেবা চালু হবে। কিন্তু ঠিক কবে তা তিনি জানাতে পারেননি। -সংবাদ নিউজ সার্ভিস

যোগ্য সম্মান পাননি সিপিএম বিধায়ক

মালবাজার, ৯ জুন ঃ স্থানীয় দলীয় বিধায়ককে সরকারি দপ্তরের উদ্‌বোধনী অনুষ্ঠানে যোগ্য সম্মান দেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ তুলল সিপিএম। সোমবার মাল শহরের আনন্দপল্লিতে সাব রেজিস্ট্রি অফিসের উদ্‌বোধন হয়। সিপিএমের মাল জোনাল কমিটির সম্পাদক চানু দে অভিযোগ করে বলেন, মালবাজারের বিধায়ক বুলু চিকবরাইক আমন্ত্রণ পেয়ে অনুষ্ঠান স্থলে যান। কিন্তু তাকে যোগ্য সম্মান দেওয়া হয়নি। তিনি অনুষ্ঠান স্থল ত্যাগ করে চলে আসেন। অভিযোগ প্রসঙ্গে জেলা রেজিস্ট্রি অফিসার গিরিজাশংকর পণ্ডিত বলেন, ইচ্ছাকৃত ভুল তারা করেননি। তবে সাময়িক অনভিপ্রেত পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে কিছু ত্রুটি থাকলে তারা দুঃখিত। -সংবাদ নিউজ সার্ভিস

বিধায়ককে সংবর্ধনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ৯ জুন ঃ শিলিগুড়ির বিধায়ক ডাঃ রুদ্রনাথ ভট্টাচার্যকে সংবর্ধনা দিল শিলিগুড়ি পুরনিগমের ৪৬নং ওয়ার্ড তৃণমূল কংগ্রেস কমিটি। বুধবার সন্ধ্যায় চম্পাসারির শ্রীগুরু বিদ্যামন্দিরে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে সংবর্ধনার পাশাপাশি কুষ্ঠরোগীদের সাহায্যের জন্য চেতনা সংস্থার পক্ষে ডাঃ রুদ্রনাথ ভট্টাচার্যের হাতে দশ হাজার টাকা তুলে দেওয়া হয়।

পঞ্চায়েতে ১০০ দিনের কাজে দুর্নীতির অভিযোগ

জলপাইগুড়ি, ৯ জুন ঃ জলপাইগুড়ি সদর ব্লকের বোয়ালমারি নন্দনপুর পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে ১০০ দিনের কাজ প্রকল্পে দুর্নীতির অভিযোগ আনল তৃণমূল কংগ্রেস ও কংগ্রেস। জেলা পঞ্চায়েত আধিকারিকের দপ্তরে জমা পড়া অভিযোগে বলা হয়েছে, শ্রমিকদের নামের তালিকা তৈরি সহ বিভিন্ন বিষয়ে দুর্নীতি হয়েছে। অথচ পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষ নির্বিকার। বুধবার পঞ্চায়েতের প্রাক্তন প্রধান তথা তৃণমূল নেতা সুরেশচন্দ্র রায়, হৃদয় অধিকারী, পঞ্চায়েতের বিরোধী দলনেতা নিরূপম রায় ও কংগ্রেসের পঞ্চায়েত সদস্য নরোত্তম রায়ের নেতৃত্বে এক প্রতিনিধি দল জেলা পঞ্চায়েত আধিকারিককে অভিযোগপত্র জমা দেন। অভিযোগের প্রতিলিপি জেলাশাসক, মহকুমাশাসক, বিডিও এবং প্রকল্পের নোডাল অফিসারকেও পাঠানো হয়েছে। জেলা পঞ্চায়েত আধিকারিক অভিযোগ খতিয়ে দেখে ব্যবস্থা নেবেন বলে আশ্বাস দিয়েছেন।

এদিন সুরেশবাবু অভিযোগ করে বলেন, শ্রমিকদের নামের তালিকা তৈরিতে ব্যাপক অনিয়ম হয়েছে। বি পি এল তালিকাভুক্তরা এই প্রকল্পে কাজ পাওয়ার যোগ্য অথচ গ্রামীণ ডাকঘরের এক পোস্ট মাস্টারকে এবং জনৈক ইঞ্জিনিয়ারের বোনকে শ্রমিক হিসাবে দেখানো হয়েছে। এছাড়া গ্রামে ১০০ দিনের প্রকল্পে সংস্কার করা একটি পুকুরকে ভরাট করার কাজ চলছে। অবিলম্বে দুর্নীতির তদন্ত করে দোষীদের উপযুক্ত শাস্তি দিতে হবে। পঞ্চায়েত প্রধান সন্তোষ বাড়ুই এই বিষয়ে বলেন, শ্রমিকদের নামের তালিকা আমার আমলে তৈরি করা হয়নি। তালিকা নিয়ে যে অভিযোগ পেয়েছি তার তদন্ত হবে। অবিলম্বে পুকুর ভরাটের কাজ বন্ধ করা হবে। পুকুর ভরাটের কাজ কীভাবে চলছিল তারও তদন্ত হবে।

কবি প্রয়াত

জলপাইগুড়ি, ৯ জুন ঃ নিখিল ভারত বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের জলপাইগুড়ি কমিটির সভাপতি গোপাল মণ্ডল বুধবার কলকাতাতে পরলোকগমন করেছেন। গোপালবাবুর মৃত্যুকালে বয়স হয়েছিল ৭০ বছর। কর্মজীবনে গোপাল মণ্ডল জলপাইগুড়ি জেলা পরিষদে ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন। কবির মৃত্যুতে গভীর শোকপ্রকাশ করেছেন নিখিল ভারত বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের সভাপতি ডঃ আনন্দগোপাল ঘোষ। গোপালবাবুর দুই পুত্র, দুই কন্যা এবং স্ত্রী বর্তমান।

ওষুধ কেনায় দুর্নীতি নিয়ে সরব যুব কংগ্রেস

জলপাইগুড়ি, ৯ জুন ঃ জলপাইগুড়ি জেলা হাসপাতালে ওষুধ কেনার প্রক্রিয়ায় দুর্নীতির গুরুতর অভিযোগ তুলে বুধবার জলপাইগুড়ি জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকের দপ্তরে তুমুল বিক্ষোভ প্রদর্শন করল যুব কংগ্রেস। জেলা হাসপাতালে আউটডোরে সময় মতো ডাক্তারবাবুরা রোগী দেখতে আসছেন না। সিটি স্ক্যান মেশিন চালু হয়নি। এক্স-রে রিপোর্ট পেতে দীর্ঘসূত্রতা রোগীদের বিপাকে ফেলেছে। জলপাইগুড়ি লোকসভা ক্ষেত্রের সভাপতি সৈকত চ্যাটার্জির নেতৃত্বে যুব কংগ্রেস কর্মীরা ২৮ জুনের মধ্যে জেলা হাসপাতালের অপব্যবস্থা দূর না হলে জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক এবং জেলা হাসপাতালের সুপারের দপ্তর লাগাতার ঘেরাও করে রাখবে। -সংবাদ নিউজ সার্ভিস

শহিদ বেদি ভাঙার অভিযোগের প্রতিবাদ জানাল তৃণমূল

বাগডোগরা, ৯ জুন ঃ সিপিএম কর্মী বলাই ঘোষের শহিদ বেদি ভাঙার অভিযোগে তৃণমূল কর্মীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করার তীব্র প্রতিবাদ জানাল তৃণমূল কংগ্রেস। সোমবার রাতে বাগডোগরা স্টেশন মোড়ে সিপিএমের পক্ষ থেকে সড়ক অবরোধ করে তৃণমূলের পাঁচজনের বিরুদ্ধে মঙ্গলবার থানায় অভিযোগ জানানো হয়। বুধবার বিকেলে এই ঘটনার প্রতিবাদে পথসভা করা হয় ভাঙা শহিদ বেদির পাশেই। সভায় উপস্থিত বক্তারা শহিদ বেদি ভাঙার জন্য সিপিএমকেই দায়ী করেন, একই সঙ্গে নির্দোষ তৃণমূল কর্মীদের নামে মিথ্যা অভিযোগ করার জন্য সিপিএম নেতাদেরই গ্রেফতার করার দাবি তোলা হয়।

এদিকে সিপিএমের পক্ষ থেকেও বুধবার সন্ধ্যায় শহিদ বেদি ভাঙার প্রতিবাদে ধিক্কার মিছিল এবং বিভিন্ন স্থানে পথসভা করা হয়।

সালিশি সভায় হাতাহাতি, জখম ৫

রাজগঞ্জ, ৯ জুন ঃ সালিশি সভায় বিবদমান দুই গোষ্ঠীর হাতাহাতির জেরে পাঁচজন গুরুতর আহত হয়েছেন। মঙ্গলবার রাতে জলপাইগুড়ি জেলার রাজগঞ্জ থানার অন্তর্গত সন্ন্যাসীকাটা পঞ্চায়েতের আকালুগছ গ্রামে ঘটনাটি ঘটেছে। আহতদের উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে ভরতি করা হয়েছে। জানা গেছে, এদিন সভা চলাকালীন অভিযোগকারী এক মহিলা অভিযুক্ত সেরাজুল ইসলামকে চটি দিয়ে আঘাত করে। এরপরই দু-পক্ষের মধ্যে মারামারি বেধে যায়। অভিযুক্তের বাবা আবদুল মজিদ ও তার দুই আত্মীয় ফরিজুল হক ও জুলিমদ্দিন জখম হন। হাতাহাতির ঘটনায় অভিযোগকারী মহিলাও আহত হয়েছেন বলে জানিয়েছেন তার স্বামী কলীন্দ্রনাথ রায়। রাজগঞ্জ পুলিশ জানিয়েছে, মারপিটের সঙ্গে যুক্তরা পলাতক। তাদের খোঁজে তল্লাশি চালানো হচ্ছে। তবে পরিস্থিতি এই মুহূর্তে শান্ত রয়েছে।

রক পাইথন উদ্ধার

শিলিগুড়ি, ৯ জুন ঃ মহানন্দায় ভেসে আসা একটি রক পাইথন উদ্ধার করে বুধবার বন দপ্তরের হাতে তুলে দেয় দক্ষিণ দেশবন্ধুপাড়া কেয়ার ফর নেচার। এদিন মহানন্দার ধারে কাজ করা মহঃ ফিরোজ নামে এক শ্রমিক প্রথমে দেখতে পান পাইথনটিকে। কেয়ার ফর নেচারের সভাপতি রাজু সরকার বলেন, তারা গিয়ে সাপটিকে উদ্ধার করে বন দপ্তরের হাতে তুলে দেন। জানা গেছে, রক পাইথনটি লম্বায় প্রায় ১২ ফিট, ওজন ৩৫ কেজির কাছাকাছি। পাইথনটি ওই এলাকায় থাকলে ভয়ে ওর ক্ষতি করে দিতে পারত স্থানীয়রা। তাই বন বিভাগের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে।

অষ্টম শ্রেণির বৃত্তি পরীক্ষায় জেলার সেরা চন্দ্রিকা

মাদারিহাট, ৯ জুন ঃ অষ্টম শ্রেণির ২০১০-১১ শিক্ষাবর্ষের বৃত্তির ফল সম্প্রতি প্রকাশিত হয়। সাধারণ বিভাগ ও সংরক্ষিত বিভাগের মধ্যে জলপাইগুড়ি জেলায় প্রথম হয়েছে যথাক্রমে চন্দ্রিকা দেবনাথ ও শুভঙ্কর সরকার।

জলপাইগুড়ি জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক (মাধ্যমিক) নারায়ণচন্দ্র সরকার জানান, চন্দ্রিকা কামাখ্যাগুড়ি বালিকা উচ্চবিদ্যালয়ের ছাত্রী। তার প্রাপ্ত নম্বর ম্যাটে ৫৩ এবং স্যাটে ৫০। মোট ১০৩। চন্দ্রিকা জেলার মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করেছে। আর সংরক্ষণ (এসসি/এসটি) বিভাগের মধ্যে জেলায় সেরা হয়েছে জলপাইগুড়ি ফণীন্দ্রদেব ইন্সটিটিউশনের শুভঙ্কর সরকার। তার প্রাপ্ত নম্বর ম্যাট ৫৪ এবং স্যাট ৩৩। মোট ৮৭।

নারায়ণবাবু জানান, জেলার মধ্যে সাধারণ বিভাগে ১৬ জন এবং সংরক্ষিত বিভাগে ১৮ জন পাস করেছে। এদের সকলকে রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে প্রতি বছর পড়ার খরচ বাবদ ছয় হাজার টাকা দেওয়া হবে। যদিও তিনি জানান, অষ্টম থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত এই টাকা প্রতি বছর দেওয়া হবে। তবে কেউ মাঝপথে পড়া বন্ধ করলে আর টাকা পাবে না। তিনি জানান, এর মধ্যেও আবার সাধারণ বিভাগের ছাত্রছাত্রীদের পরীক্ষায় ৬০ শতাংশ নম্বর পেতে হবে। আর সংরক্ষিত বিভাগে ৫৫ শতাংশ নম্বর পেতে হবে। প্রতিটি পরীক্ষায় এই ফল না পেলে তারা টাকা পাবে না।

মাদারিহাট উচ্চবিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক বিজয়চন্দ্র খাঁ জানান, এই বিদ্যালয়ের ছাত্র বিশ্বজিৎ ঘোষ বৃত্তি পেয়েছে। তার প্রাপ্ত নম্বর ম্যাট ও স্যাট মিলে ৭৭। বিশ্বজিৎ সাধারণ বিভাগের ছাত্র। নারায়ণবাবু জানান, সাধারণ বিভাগে যুগ্ম তৃতীয় হয়েছে ধূপগুড়ির বৈরাতিগুড়ি হাইস্কুলের সায়ন দাস ও সুভাষিণী বালিকা উচ্চবিদ্যালয়ের শ্রেয়সী কুণ্ডু। দুজনের প্রাপ্ত নম্বর ৯৯। আর সংরক্ষিত বিভাগে দ্বিতীয় হয়েছে বৈরাতিগুড়ি হাইস্কুলের মহাশ্বেতা রায়। তার প্রাপ্ত নম্বর ৮৩। তৃতীয় হয়েছে কামাখ্যাগুড়ি বালিকা উচ্চবিদ্যালয়ের পূজা পাল। তার প্রাপ্ত নম্বর ৭৮।

-সংবাদ নিউজ সার্ভিস

বইয়ের অভাবে কৃতী ছাত্রীর দরকার একটি টেপরেকর্ডার

শিলিগুড়ি, ৯ জুন ঃ মাধ্যমিকের কৃতী ছাত্রী ঝুমা চক্রবর্তীর এই মুহূর্তেই প্রয়োজন একটি টেপরেকর্ডার এবং কিছু ব্ল্যাঙ্ক ক্যাসেট। না, অবসর বিনোদনের জন্য নয়। কৃতী ঝুমা চোখে দেখতে পায় না। তাই উচ্চমাধ্যমিকের পড়াগুলি রিডার দিয়ে পড়িয়ে রেকর্ডিং করে রাখতে চায় সে। উচ্চমাধ্যমিকের প্রস্তুতি এখন থেকেই শুরু করে দিতে চায় ঝুমা।

অনেকদিন আগেই ঝুমার বাবা প্রয়াত হয়েছেন। সংসারের হাল ধরতে তৃতীয় শ্রেণি অবধি পড়ে মা-দিদির পাশে দাঁড়িয়েছে ভাই অভিজিৎ। বর্তমানে সে একটি দোকানে মাসমাইনের কাজ করে। মা কবিতা চক্রবর্তী অন্যের বাড়িতে কাজ করেন। অবসর সময়ে সেলাই করে বাড়তি আয়ের চেষ্টা করেন। ১৫ ফুট বাই ১২ ফুট টিনের চালার ঘরে অভাবকে সঙ্গী করে পড়াশোনা চালিয়ে যেতে চায় ঝুমা। ভবিষ্যতে সে নিজেকে আইনজীবী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে চায়। অন্ধত্ব বাধা নয়, কারণ চিকিৎসকরা আশ্বস্ত করেছেন অপারেশনের মাধ্যমে দৃষ্টিশক্তি ফিরে পেতে পারে সে। তাই ওসব চিন্তা এখন নয়। পড়াশোনা চালিয়ে যেতে চায় ঝুমা।

ঝুমা চক্রবর্তী। -সংবাদচিত্র

ঝুমার মা কবিতাদেবী জানিয়েছেন, তার মেয়ে জন্মান্ধ নয়। পাঁচ বছর বয়সে টাইফয়েডে আক্রান্ত হয়। অভাবের সংসারে সেভাবে চিকিৎসা হয়নি। ধীরে ধীরে দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেলে সে। তবে সেকেন্দ্রাবাদের চিকিৎসকরা জানিয়েছেন করণিয়া প্রতিস্থাপনের মাধ্যমে দৃষ্টি ফিরতে পারে। স্বাভাবিক স্কুলে পড়াশোনা শুরু করলেও ঘটনার পর তাকে ভরতি করা হয় বিধাননগরের ভিমবার স্নেহাশ্রম দৃষ্টিহীন বিদ্যালয়ে। সেখানে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত ব্রেইলে পড়াশোনা করে ঝুমা। নবম শ্রেণিতে ভরতি হয় বিধাননগর সন্তোষিণী বিদ্যাচক্র হাইস্কুলে। নবমের পরীক্ষা ব্রেইলে দিলেও দশমে রাইটার নিয়ে পরীক্ষায় বসতে হয় তাকে। একটা টেপ রেকর্ডার সংগ্রহ করে রিডার দিয়ে সেগুলি ক্যাসেটবন্দি করে মুখস্থ করলেও মাঝেমধ্যেই যন্ত্রটি বিপদে ফেলে দিত তাকে। মাধ্যমিকে ঝুমার সর্বমোট নম্বর ৫১৫। চারটি বিষয়ে 'এ' গ্রেড পেয়েছে। উল্লেখযোগ্য নম্বর পেয়েছে ভূগোলে, ৮৫। ইচ্ছে থাকলেও অন্ধত্বের কারণে ভূগোল নিয়ে পড়া হবে না তার। হায়দরপাড়ার বুদ্ধভারতী হাইস্কুলে কলা বিভাগে ভরতি হচ্ছে ঝুমা। আর্থিক সাহায্য করে স্কুলে ভরতি ফি দিচ্ছে কিশোর বাহিনী। ব্রেইল লিপিতে পড়ার ইচ্ছা থাকলেও বইয়ের অভাব রয়েছে এ অঞ্চলে। কলকাতা থেকে বই কিনে আনার সাধ্য নেই তার পরিবারের। তাই একটা উন্নতমানের টেপরেকর্ডার দিয়ে দুধের স্বাদ ঘোলে মেটাতে চাইছে কৃতী ছাত্রীটি।

উচ্চমাধ্যমিকে নজরকাড়া ফল দিনমজুরের ছেলের

গয়েরকাটা, ৯ জুন ঃ উচ্চমাধ্যমিকে নজরকাড়া ফল করেছে দিনমজুরের ছেলে জাহাঙ্গির আলম। ধূপগুড়ি ব্লকের সাকোয়াঝোরা-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের পূর্ব মল্লিকপাড়া উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ের কলা বিভাগের ছাত্র জাহাঙ্গিরের প্রাপ্ত নম্বর ৪২৩। ছেলের সাফল্যে খুশি হলেও সফিয়ার রহমান জানান, দিনমজুরি ও হাটে গৃহপালিত গোরুর দুধ বিক্রি করে উচ্চশিক্ষার খরচ জোগানো সম্ভব নয়। জাহাঙ্গির জানায়, সুহাসচন্দ্র তালুকদার মেধা বৃত্তি, স্কুলের শিক্ষক ও দুজন গৃহশিক্ষক সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেওয়ায় উচ্চমাধ্যমিক পাস করা তার পক্ষে সম্ভব হয়েছে। প্রধান শিক্ষক অমিতকুমার দে জানান, স্কুলের শিক্ষকরা জাহাঙ্গিরের পাশে দাঁড়ালেও উচ্চশিক্ষার জন্য তা যথেষ্ট নয়।

ছবি ঃ সুব্রত রায়

স্কুলশিক্ষকদের কাছেই ছেলেমেয়েদের পড়াতে চান অভিভাবকরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ৯ জুন ঃ স্কুলশিক্ষকদের প্রাইভেট টিউশনি করার বিরুদ্ধে যেমন প্রতিবাদ আন্দোলন শুরু হয়েছে, একইভাবে তাদের প্রাইভেট টিউশনি চালিয়ে যাবার পক্ষেও পালটা আন্দোলনে পথে নেমেছেন অভিভাবকরা। বৃহস্পতিবার অভিভাবকদের একটা বড়ো অংশ তাদের দাবি জানিয়ে শিলিগুড়ির মহকুমাশাসক, জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক (মাধ্যমিক), শিলিগুড়ি পুরনিগমের মেয়র এবং ডেপুটি মেয়রের কাছে স্মারকলিপি দিয়েছেন।

এদিন অভিভাবকদের পক্ষে রিমঝিম সরকার সহ অন্যরা জানান, স্কুলশিক্ষকদের প্রাইভেট টিউশনি বন্ধ করার দাবিতে কিছু সংগঠন সোচ্চার হয়েছে। সরকারি দপ্তরে তারা তাদের দাবিও জানিয়েছে। কিন্তু তাদের দাবির সঙ্গে একমত হতে পারেননি অভিভাবকরা। তারা তাদের পালটা দাবিপত্রে আর্জি জানিয়েছেন, শিক্ষাবর্ষের মাঝামাঝি সময়ে স্কুলশিক্ষকদের প্রাইভেট টিউশনি বন্ধে সিদ্ধান্ত নেওয়া হলে ছাত্রছাত্রীরা, বিশেষ করে নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণির পড়ুয়ারা যথেষ্টই বিপদে পড়ে যাবে। এমন কোনো সিদ্ধান্ত তাদের পড়াশোনা ও পরীক্ষার প্রস্তুতির ক্ষেত্রে ধারাবাহিকতার পরিপন্থী হয়ে দাঁড়াবে। সুতরাং এমন কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়া থেকে বিরত থাকার অনুরোধ জানানোর পাশাপাশি অভিভাবকরা আরও জানিয়েছেন, তাদের ছেলেমেয়েদের ভবিষ্যতের কথা ভেবে এবং পরীক্ষায় ভালো ফলাফলের স্বার্থে স্কুলের শিক্ষকদের কাছেই প্রাইভেট পড়ানো চালিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। তবে স্কুলশিক্ষকদের প্রাইভেট টিউশনি বন্ধের দাবিতে আন্দোলন করছেন তাদের প্রতি কার্যত অনাস্থা প্রকাশই করা হচ্ছে কিনা সে ব্যাপারে অবশ্য এখনই পরিষ্কার কোনো মন্তব্য করতে চাননি অভিভাবক প্রতিনিধিরা।

উচ্চশিক্ষামন্ত্রীকে ফ্যাক্স

মালবাজার, ৯ জুন ঃ মাল পরিমল মিত্র স্মৃতি মহাবিদ্যালয়ের সমস্যা নিরসনের আবেদন জানিয়ে রাজ্যের উচ্চশিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসুর কাছে বুধবার ফ্যাক্স বার্তা পাঠাল ডুয়ার্স ইস্ট ওয়েস্ট করিডোর মুভমেন্ট কমিটি। কমিটির সম্পাদক প্রভাত দে বলেন, মাল পরিমল মিত্র স্মৃতি মহাবিদ্যালয়ের অনার্স সহ বিজ্ঞান বিভাগ চালু, ভূগোলে অনার্স চালু, বিভিন্ন বিভাগে স্থায়ী অধ্যাপক ও কর্মী নিয়োগ, মহকুমাতে আরও একটি মহাবিদ্যালয় চালুর আবেদন জানানো হয়েছে।

পুজোর আগেই পাকা সেতু পাবে আদাবাড়িবাসী

লাটাগুড়ি, ৯ জুন ঃ ঠিকঠাক কাজ চললে এবার পুজোর আগেই পাকা সেতু দিয়ে যাতায়াত করবে আদাবাড়িবাসী। মৌলানি গ্রাম পঞ্চায়েতের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত কুশিয়ারগুড়ি নদী।

এতদিন পর্যন্ত গ্রামবাসীদের যাতায়াতের একমাত্র ভরসা ছিল স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য ও গ্রামবাসীদের উদ্যোগে তৈরি বাঁশের সাঁকো। সেই সাঁকো ভেঙে জেলাপরিষদের উদ্যোগে শুরু হয়েছে পাকা সেতুর কাজ। জলপাইগুড়ি জেলাপরিষদের সভাধিপতি দীপ্তি দত্ত জানান, প্রায় ২৯ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ৩৯ মিটার লম্বা ও ৫ মিটার চওড়া সেতুর কাজ পুজোর আগেই শেষ হওয়ার কথা।

মৌলানি গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত ২০/১৭৩ নম্বর আদাবাড়ি গ্রাম। স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য মালেকা খাতুন জানান, গ্রামটি কৃষিনির্ভর। গ্রামের উৎপাদিত কৃষিপণ্য এতদিন পর্যন্ত সাঁকো দিয়েই ময়নাগুড়ি, বোলবাড়ি, মৌলানি, লাটাগুড়ি সহ বিভিন্ন হাটে নিয়ে যাওয়া হত। আর এই সাঁকো দিয়েই পণ্য নিয়ে যাবার সময় সাঁকোর ওপারে পণ্য নামিয়ে মাথায় করে পণ্য এপারে এনে ভ্যানে বোঝাই করা হত। ফলে পণ্য পরিবহনে ব্যয় যেমন বেড়ে যেত তেমনই সময়ও অপচয় হত। এখন জল প্রায় না থাকায় নদীর মধ্য দিয়েই যাতায়াত করেন গ্রামবাসী।

কুশিয়ারগুড়ি নদীতে পাকা সেতুর কাজ চলছে জোর কদমে। ছবি ঃ শুভদীপ শর্মা

গ্রামের কৃষকসভার সম্পাদক আবু কাসেম জানান, এই সাঁকো দিয়েই আদাবাড়ি, ক্রান্তি, চাপাডাঙ্গা, সাঁড়িয়াপাকুড়ি, মাটিয়ালির প্রায় হাজার দশেক মানুষ প্রতিদিন যাতায়াত করত। গ্রামবাসী আহেদ আলি, দিনেশ রায়, জাকির হুসেনরা জানান, বর্ষায় নদীতে জল বাড়লে স্রোতে প্রতিবারই সাঁকোটি ভেসে যেত তখন যাতায়াত বন্ধ থাকত।

সেতু তৈরির দায়িত্বে থাকা ঠিকাদার সংস্থা সূত্রের খবর, ফেব্রুয়ারি মাসের শেষে সেতুর কাজ শুরু হয়। সামনেই বর্ষা, ঠিকমতো কাজ করা গেলে পুজোর আগেই শেষ হয়ে যাবে।

স্থানীয় জেলাপরিষদ সদস্য সমীর ঘোষ জানান, এই এলাকায় গ্রামবাসীদের পাকা সেতুর দাবি বহুদিনের। মৌলানি গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান মহাদেব রায় জানান, গ্রামবাসীদের দাবি মতো তৈরি হচ্ছে পাকা সেতু। আমরা চাই সঠিক সময়ে সেতুর কাজ শেষ হোক।

-সংবাদ নিউজ সার্ভিস

সুচিকিৎসার জন্য ভেলোর, চেন্নাই বা কলকাতাতে ছুটতে হবে না
ভারত বিখ্যাত আয়ুর্বেদ বিশেষজ্ঞ
ডাঃ সুপ্রকাশ কুন্ডু
এখন আপনাদের শহর কোচবিহারে
১৪ বছর ধরে লক্ষাধিক রোগী উপকৃত
নার্ভের দুর্বলতা, কিডনি, লিভার, বাত, সোরাইসিস, শ্বেতী ও অন্যান্য চর্মরোগ, অর্শ, চুল, পেটের রোগ, হাঁপানি, স্ত্রীরোগ, বন্ধ্যাত্ব, শীঘ্রপতন, লিঙ্গ শিথিলতা/ক্ষুদ্রতা সহ যে কোনো যৌন সমস্যার ১০০% সুচিকিৎসা
আত্রেয় আয়ুর্বেদ
চেঁতুলতলা মোড়, বিশুসিংহ রোড, কোচবিহার
☎ 098324 40355 / 03582 226995
ফোনে যোগাযোগ করে আসুন

লুপ্ত যৌবন পুনরুদ্ধার
স্বল্প খরচে, অল্প স